তারিখ 17 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৩ ৬ কলাম ৬

যুগান্তর

ইবি প্রো-ভিসির পিএইচডি জালিয়াতির তদন্ত দাবি শিক্ষকদের

ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমানের পিএইচডি ডিগ্রি জাল বলে আবারও দাবি করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী ও বামপন্থী শিক্ষকরা। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস কর্নারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তারা এ দাবি করেন। দাবির পক্ষে তারা সংবাদিকদের হাতে তথ্য প্রমাণ তুলে দেন। সংবাদ সম্মেলনে তারা অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের জোর দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকরা দাবি করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমান পুরো পিএইচডির কাজ সম্পন্ন করেছেন মাত্র ৭৯ দিনে অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী রেজিস্ট্রেশনের দিন থেকে একজন শিক্ষকের ন্যূনতম এক বছর অথবা দেড় বছরে পিএইচডির কাজ সম্পন্ন করতে হয়। কিন্তু তিনি সেটি না করে জালিয়াতির মাধ্যমে ডিগ্রি লাভ করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের একাংশের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান। লিখিত বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি এএনএম মেশকাত উদ্দিনকে পিএইচডি জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে স্বীয় পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শাপলা ফোরামের একাংশের সভাপতি প্রফেসর ড. মাহবুবুল আরফিন, প্রফেসর ড. রাশিদ আসকারী, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. শামসুল আলম, ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ড. অশোক কুমার চক্রবর্তী, প্রফেসর ড. রুহুল কুদ্দুস মো. সালেহ, সাদ্দাম হোসেন হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ড. আশরাফুল আলম, প্রফেসর ড. সাইদুর রহমান প্রমুখ।

অভিযোগের বিষয় প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমান যুগান্তরকে বলেন 'নিয়ম মেনে ডিগ্রি সম্পন্ন করা হয়েছে। পিএইচডির ক্ষেত্রে সব শর্ত পূরণ না হলে কখনও ডিগ্রি দেয়া হয় না। আমার ইমেজকে ক্ষুণ্ন করেত একটি পক্ষ অপপ্রচার চালাচ্ছে।'